দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

০৭

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

দু'বছরে মাত্র দু'টি আনুষ্ঠানিক কোর্স

।। জাফর ওয়াজেদ ।।

ঘরে বসে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দু'বছরে আনুষ্ঠানিক কোর্স চালু হয়েছে মাত্র দু'টি। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী এই দু'টি কোর্সে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় হাজার বিশেক। অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত একটি মাত্র কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষায় শতকরা ২৫ ভাগ শিক্ষার্থী অংশ নেয়নি। কোর্সে ভর্তি নিয়েও রয়েছে অনিয়মের অভিযোগ।

অবশ্য আনুষ্ঠানিক কোর্সের বাইরে এ সময়ে চালু হয়েছে ৪টি অনানুষ্ঠানিক কোর্স, যা রেডিও এবং টেলিভিশননির্ভর। আগামী ২ বছরের মধ্যে আরো ১৫টি আনুষ্ঠানিক ও ৫টি অনানুষ্ঠানিক কোর্স চালুর কর্মসূচী রয়েছে।

গাজীপুরে সাবেক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ক্যাম্পাসের ৩৫ একর জমির ওপর '৯২ সালে স্থাপিত হয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ৫ বছর মেয়াদী এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১শ' ৬৫ কোটি ৫২ লাখ ৩০ হাজার টাকা এর মধ্যে শতকরা ১৯ ভাগ বাংলাদেশ সরকার ও বাকি ৭৯ ভাগ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক অনুদান এডিবি'র অনুদানের ৪০ বছরে সুদ শতকরা ১ভাগ

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়নের

কোর্স : পৃঃ ২ কঃ ১

কোর্স ঃ দু'বছরে মাত্র দু'টি চালু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মেয়াদ '৯৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত নির্ধারিত। তবে কাজের গতি মন্থর। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় ৬০ কোটি টাকা। দেশের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক কেন্দ্র ও স্থানীয় শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য ভূমি ক্রয়, ভৌত কাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহসহ আনুষঙ্গিক উন্নয়ন খাতেই বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত বছর এডিবি'র অনুদান ৩৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এই উন্নয়ন খাতেই অধিক। চলতি অর্থবছর ('৯৪-৯৫) এডিবি'র ১৫ কোটি টাকা ও বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ২ কোটি ৬৫ লাখ টাকা একই খাতে বরাদ্দ।

মৌলিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের বৃহৎ ও বিক্ষিপ্ত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ দেয়া এবং জনশক্তি উন্নয়নে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে এই বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। প্রচলিত সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি, কার্যক্রম ও ভর্তি ব্যবস্থা বিপরীতধর্মী। রেডিও, টিভি, অডিও- ভিডিও ক্যাসেট, ডাক যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা কর্মসূচী ও কোর্স পরিচালনা হয়।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন উপাচার্য, একাধিক উপ-উপাচার্য, ১০ জন আঞ্চলিক পরিচালক এবং অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, বিশেষজ্ঞসহ ৭৫৮টি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ রয়েছে। তবে এ পর্যন্ত পূরণ হয়েছে ২৪৫টি পদ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছেন, পর্যায়ক্রমে বাকি পদ পূরণ করা হবে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে '৯২-৯৩ শিক্ষা বছরে চালু দু'বছর মেয়াদী বিএড কোর্সে ১২ হাজারের বেশি আবেদনকারীর মধ্যে ভর্তি করা হয় ৫ হাজার ৭৫ জন শিক্ষার্থী। গত জুন মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম ব্যাচের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩ হাজার ৩শ' ৯২ জন পরীক্ষার্থী। কম্পিউটার পদ্ধতি ব্যবহার করা হলেও ফলাফল এখনো ঘোষিত হয়নি। অথচ দ্রুত ফলাফল ঘোষণার প্রতিশ্রুতি কর্তৃপক্ষের রয়েছে।

'৯৩-৯৪ শিক্ষা বছরে এই কোর্সে ভর্তি হয়েছে ৬ হাজার ১শ' ২০ জন শিক্ষার্থী। এদের প্রথম পর্ব পরীক্ষা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। হাজারখানেক পরীক্ষার্থী এই পর্বে পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। চলতি '৯৪-৯৫ বছরে ২৮ হাজার আবেদনকারীর মধ্যে ভর্তি করা হয়েছে মাত্র ৫ হাজার ৫শ' ৯২ জনকে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের ভাষ্য হচ্ছে ঃ ৬ হাজারের বেশি ভর্তি বর্তমান ব্যবস্থায় সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানো যাচ্ছে না।

দেখা গেছে, এই কোর্সে শতকরা ৮০ ভাগ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা। বাকি ২০ ভাগ সাধারণ গ্র্যাজুয়েট। সেমিস্টার পদ্ধতির এই কোর্সের জন্য দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসে দু'টি টিউটোরিয়াল ক্লাস হয়ে আসছে।

গত জানুয়ারি মাস থেকে চালু করা হয়েছে ৬ মাস মেয়াদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা সার্টিফিকেট কোর্স (সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি কোর্স) সর্বনিম্ন যোগ্যতা যার এসএসসি পাস। ৬ হাজার আবেদনকারীর মধ্যে ভর্তি করা হয় প্রায় ৪ হাজার। গত মাসে দ্বিতীয় ব্যাচেও ভর্তি করা হয়েছে অনুরূপ সংখ্যক। এই কোর্সে ভর্তি ফি ১৫শ' টাকা। এই অর্থ এককালীন বা দু'কিস্তিতে প্রদানের সুযোগ রয়েছে। যারা ভর্তি হয়েছে তাদের উচ্চারণের জন্য বই ও ক্যাসেট দেয়া হয়েছে।

তবে এই কোর্সে ভর্তি নিয়ে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মনোনীত ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় ভর্তি ফরম ও ভর্তি নির্দেশিকা সংগ্রহে ৫০ টাকার বেশি ৫/১০ টাকা 'সার্ভিস চার্জ' দিতে হয়েছে। যারা দেয়নি তাদের পুরনো ভর্তি নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে। তাদের আবেদন বাতিল হবার এটাও একটা কারণ। তাছাড়া ব্যাংকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরমের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি এবং অর্থের বিনিময়ে ফটোস্ট্যাট দোকান থেকে সংগ্রহও অভিযোগের মধ্যে রয়েছে।

আরো অভিযোগ রয়েছে যে, সত্যায়িত ফটো এবং প্রয়োজনীয় কাগজের মূল কপি না দেখেই বই ও ক্যাসেট বিতরণ করা হয়েছে অনিয়মের মাধ্যমে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রশাসনিক ভবন গাজীপুর হলেও ঢাকা শহরের ধানমন্ডীর দু'টি ভাড়াবাড়িতে প্রশাসনিক ও গবেষণা ইউনিটের কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। প্রতিদিন ঢাকা-গাজীপুর যাতায়াতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যয়ের অংকও অনেক। কর্তৃপক্ষ বলছেন, পর্যায়ক্রমে গাজীপুরে অফিস স্থানান্তর করা হবে। তবে ঢাকায় উপাচার্যের অফিসটি থাকবে। বর্তমান উপাচার্য অবশ্য মাঝে মধ্যে ক্যাম্পাসে যান।

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবার আগেই আরো ১৫টি আনুষ্ঠানিক কোর্স চালু করা যাবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন। আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট কোর্স। অষ্টম শ্রেণী পাস যারা তারা এই কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। আর '৯৬ সাল থেকে চালু হবে এইচএসসি কোর্স। এছাড়া আগামী বছর ইংরেজি শিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চালু হবে দু'টি ডিপ্লোমা কোর্স। '৯৬ সালে চালু করা হবে নার্সিং ও কম্পিউটার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্স, বিকম, বিএ ডিগ্রি, এমএড, আরবী ভাষা সার্টিফিকেট কোর্স, হাঁস-মুরগি, গবাদি-পশু, মৎস্য, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ও টিভিতে যে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তাতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা গত ২ বছরে চালু হয়েছে। বিজ্ঞান ও গণিত, কৃষি, রেশম ও মৎস্য চাষ, বনায়ন ও উদ্যান বিদ্যা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে আগামী বছর আরো কয়েকটি অনানুষ্ঠানিক কোর্স চালু হচ্ছে। এসব কোর্সের জন্য অবশ্য কোন পরীক্ষা বা সার্টিফিকেটের ব্যাপার নেই। মূল লক্ষ্য জনসচেতনতা।

আগামী দু'বছরের মধ্যে দেশের আরো ৭টি স্থানে আঞ্চলিক কেন্দ্র করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ঢাকা, যশোর ও বগুড়া কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়েছে। তাছাড়া ৮০টি স্থানীয় শিক্ষা কেন্দ্র হবে সারাদেশে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভর্তি, শিক্ষাদান কাজ চালানো হবে।